লীলা-কমল

লীলা-কমল

শ্রীহিমাংশুভূষণ সরকার

প্রকাশক ঃ

শ্রীহিমাংশুভূষণ সরকার

প্রচ্ছদপট :

শান্তিময় দত্ত

খড়্গাপুর

প্রথম প্রকাশ ঃ

১লা আষাঢ়

১৩৬৬

মুদ্রক ঃ

শ্রীনলিনীনাথ দে

মাধবী প্রেস,

মেদিনীপুর

প্রাপ্তিস্থান ঃ

ক্যালকাটা বুক হাউস

১।১ কলেজ স্কোয়ার

কলিকাতা—১২

বীণাপাণি পুস্তকালয়

খড়্গাপুর

পপুলার বুক হাউস

খড়্গাপুর

কমলা লাইব্রেরী

খড়্গাপুর

মুখার্জি বুক ষ্টল

মেদিনীপুর

উৎসর্গ

শ্রীমতী শিপ্রা দেবীর করকমলে—

ভূমিকা

এই কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতা ১৯২৩ হইতে ১৯২৭ এবং ১৯৩১ সনের মধ্যে রচিত হইয়াছিল। কর্ম্মজীবনে ইতিহাসচর্চ্চা আমার প্রধান অবলম্বন হওয়ায় কাব্যলক্ষ্মী আমার জীবনের নেপথ্যে পড়িয়া গিয়াছেন; আজ তাই একান্ত কুণ্ঠার সহিত স্বীকার করিতে হয় যে, এই দীর্ঘকাল মধ্যে কাব্যলক্ষ্মীকে বিন্দুমাত্রও প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করি নাই। পরম শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার অবগুণ্ঠন মোচন করি এই অবসরও দীর্ঘকাল মধ্যে আমার হইয়া উঠে নাই, বোধ হয় সে সাহসও আমার ছিল না। ইদানীং রোগশয্যায়

দীর্ঘ অবসর লাভ করিয়া গৃহিনীর অনুরোধে উপেক্ষিত কবিতাগুলির দিকে দৃষ্টি ফিরাইবার সুযোগ উপস্থিত হইল। বহুদিন পূর্ব্বে একজন বিখ্যাত সাহিত্যিকের রচনায় পড়িয়াছিলাম যে, কোন লেখাই সদ্য সদ্য প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে; ইহাতে সম্ভবতঃ অনেকখানি সত্য আছে। সময়ের ব্যবধানে লেখক স্বয়ং নিজের রচনাকে সমালোচনার কষ্টিপাথরে অনেকটা যাচাই করিয়া লইতে পারেন। রচনার প্রায় ২৮ বৎসর পর কবিতাগুলি প্রকাশ করিয়া সাহিত্যিকের সেই কথাগুলি মনে পড়িতেছে, কিন্তু তিনি যে উদ্দেশ্যে রচনাগুলি ফেলিয়া রাখিতে বলিয়াছিলেন তাহা সিদ্ধ হইয়াছে কিনা বলিতে পারি না। অনেকগুলি কবিতাই সংশোধিত আকারে প্রকাশিত হইল, কোন কোন কবিতা মূলতঃ পুনর্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা খুব বেশী নহে। কাব্যগ্রন্থে চারিটি নূতন কবিতাও সংযোজিত হইয়াছে; ইহারা আমার নূতন এবং পুরাতন জগতের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করিয়াছে। গৃহিনীর উৎসাহের আতিশয্যে কবিতাগুলি পৃথিবীর আলো প্রথম দেখিল; সুতরাং আমার মানসসন্তানগুলিকে তাঁহার করকমলেই অর্পণ করিলাম।

খড়্গপুর কলেজ
রবীন্দ্রপল্লী, খড়্গপুর
১১-৪-৫৯

হি-ভূ-স

সূচী-পত্র

কাব্যের প্রেয়সী

সখি, তোমারি লাগিয়া আজি প্রেমের উৎস ঝরে,
মোর কবিতায়, আর গানে—
তোমারি লাগিয়া শুধু আমার আনন্দ স্রোত,
বহে যায় সাহিত্য-বিতানে।

আমার সঙ্গীতধারা ঝরে পড়ে ঝরণার মতো,
ফেটে পড়ে রসের আনন্দে,
ভাষায় লভিয়া কায়া তোমার মরমী বন্ধু
অকপটে তোমাকেই বন্দে।

আজি কি আসিবে তুমি কাব্যে-ভরা মন মধুবনে,
সোনালী স্বপন সম আসিবে কি রঙীন যৌবনে?
আস যদি হ'য়ে এস অধরের পানপাত্রখানে
পরিপূর্ণ দ্রাক্ষাসুরারস,—কিংবা বসো বকুলবিতানে,
বাহু বন্ধনে রাখো কনকবরণ আভরণ, চম্পক আঙ্গুলে খোলো
"লীলা-কমলের" পাতাখানি,
ঝরিয়া পড়ুক প্রেমের পুলকে আকাশের যতো তারা,
নয়নে মুখর হোক মরমের বাণী।

কাব্যের প্রেয়সী

তোমার প্রেমেতে ফুটিল অশোক,
সখি, বাঁধো ফুলে লীলা-কবরী,
দেহবল্লরী ঘেরি' যৌবন উন্মন,
কি দুখে রাখিবে সখি আবরি'।

সখি, ফাগুন-দহনে তোমারি বিরহী কবি,
তোমার আঁকিল ছবি মানস মুকুরে
সন্ধ্যারক্তরাগে রাঙা জীবনের কাব্যগ্রন্থখানি
তোমারি লাগিয়া সখি কাঁদিছে বেসুরে

বিদায়-যৌবনে সখি রক্ত চলে মন্দাক্রান্তা তালে
জীবনের ছন্দে শুধু উঠে দীর্ঘশ্বাস,
জীবন নিঙাড়ি' সখি কি রস ভরিবে আর ভাঙ্গা পেয়ালায়,
ভরো স্মৃতিভারলাঞ্ছিত অন্তিম সুবাস।

সখি, বাঁধিয়াছি তোমা আজ মানস মুকুরে, তাই আমি কবি,
তোমায় চাই যে সখি, তুমি তাই ছবি।

রবীন্দ্র-পল্লী, খড়্গপুর
৭-৪-৫৯

স্বপন-বাসর

(১)

নিভিয়া গিয়াছে দীপ ; কক্ষ মাঝে নিদ্রাহীন চোখে,

একা-একা ভাবিতেছি অতীতের কথা—

বনানীর শ্যামশিরে লুটাইছে অমল কিরণ,

কাঁদিছে গন্ধের ভারে স্নিগ্ধশ্যাম চামেলীর বন,

মঞ্জরিত বাতায়নে মাধবীর লতা।

বুঝি কার ঘুমন্ত যৌবনে লেগেছে সোনার কাঠি,

চমকি' উঠেছে আই লাখো ফুলবাগ

মুঠি মুঠি চামেলী-বকুল, মুঠি মুঠি কিশোর মুকুল

উঠিল সহসা জাগি' বিস্ময়ে অবাক।

দিগন্তে লেগেছে দীপ্ত রজনীর শিখা,

লেগেছে পলাশ বনে লাল হোলিখেলা

অভিসারিকারা চলে প্রিয়-সম্ভাষণে

বনবীথিকায় জমে প্রণয়ীর মেলা।

দেহের সৌরভ নিয়ে মত্ত বায়ু বহিছে চঞ্চল,
বক্ষদেশে উড়ে কার যূথিকার মালা
শিথিল অলকদামে গুঁজি' নব কিশলয়,
দেহ-অর্ঘ্য প্রিয়পদে দিতে চলে বালা,
তরুণীর তনিমায় আজি যেন সব মধু ঢালা।

(২)

আজি দীপ নেবা প্রায় ঘরে ; নিরঞ্জন বলভীতে
ক্বচিৎ জ্বলিছে কারো সঙ্কেত প্রদীপ—
কাঁদিছে কোকিল কোথা প্রিয়া পথ চাহি'
শিহরি' শিহরি' উঠে বনান্তের নীপ।
আজি জীবনের দ্বারে—
অনাদি যুগের সাকী ডাকে বারে বারে।
রৌদ্রময়ী রজনীর সোনার আঁচল তলে
বহিতেছে রূপঝর্ণা যৌবন-নদীর
বিশ্ব-মন্থিত সুরা উপচিছে কানায় কানায়
পানপাত্র হাতে হাতে হয়েছে অধীর।

(৩)

মোর ঘরে দীপ নাই সখি, আর সেথা জ্বলেনাক' আলো,
আমার ফাগুন রাতি তিক্ত বেদনায় চিরতরে হয়ে গেছে কালো
জীবন-বসন্তে মোর নামিয়াছে চির-অন্ধকার,
জেগে জেগে কেটে যায় বিফল রজনী—
শূন্য কুটীরে বসি' মোরি পথ চেয়ে,
তোমারো কি দিনরাত কাটিছে অমনি ?

মনে পড়ে একদিন-গৈরিক সন্ধ্যায়,
আমার মাটীর ঘরে স্তব্ধ বাতায়নে,
আঙুলে-আঙুল ধরি' এনেছিলে তুমি,
সরমকুণ্ঠিত মুখ অতি সঙ্গোপনে।
আমার যৌবন বনে সেই দিন উঠেছিল ঝড়,
আমার বুকের মাঝে বরষিলে বিধাতার বর
শাপভ্রষ্টা উর্ব্বশীর বেশে,
প্রেমিক পুরুর মতো আমার উন্মত্ত সুখ
খল্‌খল্‌ উঠেছিল হেসে।
অস্থির অলকে-ঘেরা কুন্দশুভ্র মুখে তব,
ফুটেছিলো সেই দিন বসোরা গোলাপ
অনিন্দ্য যূথিকামালা তুলি নিল শিথিল কবরী,
বক্ষ হ'তে নিস্যন্দিল জীবন-সরাপ।
আজি এই ধরণীর উৎসব মেলায়—
আমার বুভুক্ষু হিয়া করে হায় হায়।

(৪)

রাত্রি ক্রমে হয় অবসান; দূর গগনের গায়ে
শুকতারা ম্লান হ'য়ে নিবে-নিবে আসে.
তোমার শিয়রে-ঢালা কেতকীর ফুল,
শিথিল কবরীখানি ভরে দেয় বাসে।
মনে হয়, তুলি তোমা যুগান্তের উপবাসী বুকে,
চুপি' চুপি' যেয়ে ঘরে অলখ চরণে—
অশ্রু কলঙ্কিত চোখে সশব্দ চুম্বনে ভাঙি' ঘুম,
মিলাইয়া যাই পুনঃ তোমারি স্বপনে।

স্বপন-বাসর

যদি কোন দিন মনে পড়ে তব, অতীত যৌবনে
এক দিন ছিল তব যৌবনের সাথী—
মনেতে রাখিয়ো সখি আজো তার শূন্য গৃহখানে
প্রতীক্ষায় জ্বলিতেছে মণিময় বাতি।
আমার বুকের মাঝে অনন্ত বাসরশয্যা রয়েছে বিছানো
অনন্ত চোখের জলে গাঁথিয়াছি হার
দেউলে ভবের হাটে শেষ করি বিকিকিনি
ঝাঁপাইয়া বক্ষে মোর পড়িয়ো আবার।
আমার নয়নমণি! আস যদি সেইরূপ রূপময়ী ষোড়শী মানসী,
জীবনের বিনিময়ে লইব তোমায় বরি' শেষের চুমোয়
তারপরে উল্কাসম পড়ে যাবো খসি'।

কলিকাতা
২৫-১০-৬১

কোকিল

কোন বিশ্ববাসনার তরল অনলে, কোন রক্ত অস্তাচল পারে
অলোকরূপের স্রোতে করেছিলে স্নান—
অলকার কোন সে ত্বলালী তোমার অতুল কণ্ঠে দিয়েছিল একদিন
কঠোর তপস্যা-ভাঙা যৌবনের গান।
তরুণীর কলহাস্যে, বনের মর্ম্মরে, জেগেছিল যে-রাগিনী ব্যাকুল ভাষায়,
তুমি কি তাহারি ধ্বনি নিয়েছ আকণ্ঠ পুরি' হৃদি কিনারায় ?
তাহারি মদির রসে রাঙাইয়া জীবন পেয়ালা,
এসো তুমি ফাগুনের পূর্ব্ব বাতায়নে,
ত্ব'হাতে উজাড় করি' ছড়াও তাহারি তীব্র সুরা
শ্যামল-সোহাগ-স্নাত বনে উপবনে।
নির্ঝরের কলগীতে, দিনান্তের রঙীন সন্ধ্যায়, সূর্য্যতপ্ত তেপান্তর পার,
পশ্চিম সাগর হ'তে দিগন্ত ধ্বনিত করি' দিশি দিশি উঠিয়াছে তরল ঝঙ্কার

কোকিল

উড়াইয়া বিজয়-কেতন এলে যদি বসন্তের দূত,
শীত হ'তে ফাগুনের তীরে,
চামেলী-যুথিকা মিলি' সাজাইবে বরণের ডালা,
জ্বালাইবে জোনাকীরা গাছে গাছে কনকের মালা,
কিশোর চাঁদের হাসি নাচিবে তিমিরে।
তোমার উদাত্ত কণ্ঠ রাত্রির গুণ্ঠন চিরি' অকস্মাৎ আসিবে বাহিরে।

নিখিল করিয়া বীণা, বাজাও এবার সেই দ্যুলোকের গান,
জীবনের সব সাধ একে একে ফেলো আজি ঢালি'—
উচ্ছল ফেনিল সুরে তোমার হৃদয়বাঁশী প্রাণপণে করে দাও খালি।
বাজাও বাজাও মোর হৃদয়ের বীণা
চন্দ্রকর বানাইয়া ছড়ি—
জীবনের লক্ষতারে নির্দ্দয় আঘাত দিয়ে,
আমার সকল দুঃখ নিয়ে যাও হরি'।
তোমার গানের সুরে মূর্চ্ছাহত তেপান্তর পড়ে যাবে ঢলে,
ঘরে ঘরে খুলে যাবে রুদ্ধ বাতায়ন।
মাতাল দখিনাবায়ু সজাগ করিয়া যাবে
প্রিয়পথ-চেয়ে-থাকা উদাস নয়ন।

কবে তুমি আসিবে আবার, দীর্ঘ এক বরষের পরে,
আঁখিতে আসিছে ছেয়ে বিদায়-ম্লানিমা।
আমার এ জরাজীর্ণ জীবনের ধূসর পাতার পরে,
বিদায়-যৌবন এসে ছোঁয়াবে কালিমা।
যে-বিশ্বে চলেছো তুমি বসন্তের শেষে,
এ বিশ্ব পিছনে ফেলি, গাহিবার গান—
যে-দেশে আলোক-ঝর্ণা ফেটে পড়ে অহোরহ,
তোমার গানের তালে গলে যায় প্রাণ।

সেই দেশে তুমি নিয়ে চল মোরে,
অতীন্দ্রিয় জগতের শেষ পার খানে,
যেখানে উর্ব্বশীকণ্ঠ মনমদ পারিজাত বনে,
পুলকে ভাঙিয়া পড়ে মধুময় গানে।

এই ধূলিম্লান ধরণীর পরপারে বসি'
শুনিব তোমার গান অলস-অবশ,
জীবনের ব্যর্থতার গ্লানি মুছে মুছে শেষ হয়ে যাবে,
উঠিবে আবার ফুটি' শুদ্ধ তামরস।

জীবনের ভাঙা হাটে জমেনিক' কভু মোর
উৎসবের মেলা—
শরতের লঘু মেঘসম মিলাইয়া গেছে মোর
স্বপনের খেলা।

তবুও দীপক রাগে বেজে যবে উঠে তব মরমের বাণী,
অলকে কুসুমে যবে জোছনায় করে কানাকানি,
দেহের বাঁধন ভাঙি' মোর এই জীবনের জীর্ণ শতদল,
আলো-পথ খুঁজি' খুঁজি' ফোটে থরে থবে ;
বুঝি, তোমার গানের আশীষ বহিয়া শেষবার পড়ে যাবে ঝরে !

হে সুদূরের বন্ধু মোর ! বছরে বছরে এসো তুমি,
এসো মম জীবনের উপেক্ষিত তীরে,
শ্রান্ত চোখের পাতা মুদিবার আগে, এই মোর অন্তিম প্রার্থনা,
এই মোর একান্ত বাসনা,
তোমার গানের আলো আমায় আচ্ছন্ন করি' শেষবার আসে যেন ফিরে,
—মোর এই ছন্নছাড়া জীবনের তীরে।

কলিকাতা

২৬।১০।৩১

শিশুর সান্ত্বনা

(১)

ভোরের হাওয়া যখন আনে শিশু রবির কর,

সোনার হাসি পড়ে যখন ঝরে'

গগন-বাসর ছেয়ে তখন মেঘের যাত্রীদল

আলোর বন্যায় ঝাঁপিয়ে যেন পড়ে।

মেঘের ঘোড়ার বল্‌গা টানি' সূর্য্যিমামা নিজে,

গগন-সড়ক দিয়ে চলেন হাতে হেমঝারি—

মেঘে-মেঘে মিনাব জলে' ঠিকরে পড়ে আলো,

চুমু ওরি খেয়ে যাবে কালো তালের সারি!

তখন আমায় নিয়ো মাগো সূর্য্যিমামার রথে,

আমার গাড়ী নয়কো মোটেই ভালো—

ঐ রথেতেই চড়ে মাগো তোমায় আমায় যাবো,

লুটে নেবো আকাশজোড়া আলো।

মেঘের সাথে নাচবো আমি ক্ষ্যাপা নিধের মতো,
আকাশ হতে লুটবো কত আভ্,
গড়গড়িয়ে যাবো ছুটে সূর্য্যিমামার সাথে,
মেঘের পাড়ায় করে ল'বো ভাব।
দেখেই তুমি নিয়ো—
তখন, আমার মুখে মামার মুখে অঢেল চুমো দিয়ো।

(২)

আমায় এখন যেতে হবে ঐ মেঘেদের পাড়া,
তোমায় কিন্তু যেতেই হবে সাথে—
শ্যাওলা-পড়া আকাশ থেকে পিছলে যদি পড়ি,
বলনা কেগো ধরবে আমার হাতে।

আমার ছোট্ট হাতে কতটুকু আছেই বলো বল,
তোমায় ছাড়া কেমন করে ঢাল্‌বো অথই জল।
ঠাকুর বাড়ীর কাসর ঘণ্টাও নিয়ে যাবো সাথে,
ঠনং ঠনং জুড়ে' দেবো ভয় লাগানো রাতে।

দাদা দেখো, চম্‌কে উঠ্‌বে খালি খাটের 'পরে,
তুমি আমি নিরুদ্দেশে যাবো—
চাঁদের মার বুড়ীর কাছে তুমি ক'য়ো কথা,
আমি তখন আভ্ কুড়ুতে যাবো।

ওখান থেকে ফেরার পথে আন্‌বো পুঁতির মালা,
ওদের মাগো দেবো নাকো কিছু,
ওরা কেন পরশু দিন নদীর পারে গিয়ে
চোরের মতো খেয়ে এলো লিচু।

মাগো, তোমার সাথে যাবো আমি গগনপারের দেশে,

মেঘের ছাতি মাথায় দিয়ে একা—

ঘোম্‌টা তোমার টেনে দিয়ে চলনা মোর সাথে,

তোমায়-আমায় যাবেনা আর দেখা।

(৩)

মাগো, সোনার ভোমরা জ্বলবে যবে

আঁধার আকাশ পার—

ওরি মালা গেঁথে আমি বিনিসুতো দিয়ে,

গলায় দেবো কার।

তুমি আমায় বলেছিলে, "আনবো ধন,

টুক্‌টুকে এক মেয়ে,

চাঁদের মতো মুখের হাসে কুটীর দেবে ছেয়ে।

মাগো, সত্যি করে কও—

কথা রাখবার মতন তুমি মা কি আমার নও?

কত দিন তো হয়ে গেছে, গেল কত দিন,

আর কত দিন যাবে বলো আর—

ঘটক কিগো পায়নি খুঁজে স্বপনপুরের মেয়ে,

রাজার নাম বলেছিলে কার?

তুমি আমি সেথায় গিয়ে খুঁজবো নতুন বৌ,

পরিয়ে দেবো লক্ষ মোতির মালা,

কিন্তু মাগো, একটুখানি করেই ভয়,

বউ যদি হয় কালা।

(৪)

মাগো, বাবার মতো যাবো এবার অনেক দূর দেশে,
নিয়ে আস্‌বো অনেক-অনেক টাকা।
তোমার খালি হাত আমার চোখে লাগছেনাক' ভাল,
কিনে দেবো অনেক ঢাকাই শাঁখা।

মাগো, আল্‌তা তোমার ফুরিয়ে গেছে অনেকদিন হ'ল
আবার তুমি কিন্‌বে বলো কবে ?
মাসীর মতো সিঁদূর দিয়ে, এলোচুলের রাশে,
কোলে তুলে' কবেই চুমো খাবে ?

মাগো কাঁদছো কেন বল ?
তোমার চোখের কোণায় কোণায় কতই ছিল জল ?
আজো কিগো ঠাকু'মা সে বকেছিল তোমা,
মাগো, বলনা দেখি 'অপয়া' বলে কাকে ?

বল্ না তুই, কেন সে তোকে অমন করেই ডাকে ?
হুঁ, ঠাকু'মাকে বলে দেবো,—কাঁদিসনে মা আর,
চুমোয়-চুমোয় চোখের জল তোর শুষবো বারে বারে।

তোকে ছেড়ে যাবো নাক' স্থ্যির মামার রথে,
যাবনাক' কালো মেঘের পাড়া,
স্বপনপুরের মেয়ে দিয়ে কোনই কাজ নেই,
তোমায়-আমায় হ'ব না কাছ ছাড়া।

কলিকাতা
২৭-১০-৩১

বিদায় উৎসব

বিনিদ্র যৌবনে মোর,
কাটে নাই উৎসবের ঘোর,
ছিন্ন মোর হয়নিক' মালতীর মালা।
কেন তবে রহ দূরে সখি! ভর মোর সুরার পেয়ালা।

আঙুর-অধরে তব, কি মধু লুকানো আছে,
কি স্বর্গ ডুবিয়ে আছে হৃদয় মাঝে।
হিঙুল নয়নে তব, কি নেশা জড়িত সখি,
কি কথা হয় না বলা অকারণ লাজে।

আমার রক্তের তালে জাগিয়া উঠেছে আজ
বাসনার গান—
মনে হয় আজি সখি মহুয়ার মদিরায়
ভরে তুলি পান পাত্রখান।

তারপর নিমিষের আঁখিপাতে,
উচ্ছলিত জীবন-উৎসব,
তোমার চুম্বনে মরে' চিরদিন হউক নীরব।

প্রেমের প্রলাপে

ওই ঘন বন হ'তে কোথায় কোকিল ডাকে,
বুঝি প্রিয় নাম ধরি' সখি তোমাকেই ডাকে।
তোমার কেশের সুরভি বহিয়া কাঁপে জোছনায় ফুলবন
ও মুখ-মদিরার আবেশে অবশ, উৎকণ্ঠিত যৌবন।

আজি লীলাকমলের পরাগে রাঙিয়া,
বনবীথিকার সোহাগে গলিয়া,
দখিনের বায় খোঁজে যদি তব অধরের পরিমল,
সখি বকুলবিতানে প্রিয় বঁধুটীকে
দেহের সুরভি দিয়ো আনন্দে বিভল।

বুঝি, কোকিলের ডাকে আঁখি দু'টী আজি হ'লো ভাষাময়,
বুঝি, প্রেমের প্রলাপে ফুটিল গোলাপ, হ'লো নিঃশ্বাস মধুময়।
মোর, নিভৃত প্রাণের তটে, যদি তব হিয়া লুটে,
বাসনায় বেদনায়—
আমারি নয়ন থেকে খুঁজিয়ো উত্তর বঁধু,
এই মধু জোছনায়।

প্রেমের প্রলাপে

যদি তব বীণাখানে তুলি আজ গান,
যদি ওরি সুরে সুরে ভরি মোর প্রাণ,
কানে কানে গাহি যদি মিলন-ঝঙ্কার,
আমার অধরে তবে সুরা-সম ফিরিবে কি আর ?

তোমারি নিশীথ বনে ফুলসেজ পাতি',
ছায়ালোকে দুইজনে রব জাগি' রাতি।
নয়নে-নয়নে চেয়ে এমন নিশায়—
প্রাণ মোর ভরে যাবে তব মদিরায়।

শুধু যেন ভাষাময় তব দেহবীণ—
আমারি অন্তরে আজি হয়ে যাবে লীন।

রবীন্দ্র-পল্লী, খড়্গপুর
১০-৪-৫৯

যৌবন-স্বপ্ন

আমি ভালবাসি ওই সিন্ধুর উদ্দাম ঢেউ, অসীম অপার!
গগন গ্রাসিতে চেয়ে অসহ যৌবন বেগে করে হাহাকার।
কূল নাহি, তীর নাহি—পারাপার ডুবে গেছে নীরে,
এমন সময়ে আমি জমাইতে চাহি পাড়ি ঐ সিন্ধু তীরে,
যেথায় দিবসস্বপ্ন এলো হয়ে শেষ, চমকিয়া অন্ধকার নামে,
ওগো মাঝি, সেইখানে যেন মোর তরীখানি থামে।

আমি ভালবাসি ওই মরুভূমি,—ধূসর, ভীষণ!
বালুকা মেলেছে যেথা মরণের মায়া! উত্তপ্ত বসন!
উলঙ্গ দিগ্বধূ ওই দিক হ'তে দিগন্তরে অগ্নিবৃষ্টি করে,
পথহারা পান্থশিরে তীক্ষ্ণবায়ু তীর সম ঝরে।
তবুও আমার লুব্ধ বাহু দু'টী ধরণীতে মেলে—
নিবিড় হইয়া তায় আলিঙ্গন করে অবহেলে।

যৌবন-স্বপ্ন

আমি ভালবাসি ওই প্রেয়সীর নেশাময় রঙীন অধর,
চুম্বনে চুম্বনে যেথা শীধু ফেটে পড়ে ঝর্ ঝর্।
যার তিল কেন্দ্র করি' অকপট জীবন-বাসনা,
লহমায় ভুলেছিল এ বিশ্বদুনিয়া, অকলঙ্ক প্রথম কামনা।
অবাক হইয়া চেয়ে ছিনু মুখপানে, পূর্ণপাত্র ছিল দূরে পড়ে,
উদ্যত চুম্বন মোর নিমিষেতে গেল মিলি' তপ্ত ওষ্ঠাধরে।
প্রথম চুম্বনতৃষা বারিভিক্ষু সাহারার মতো,
জেগেছিল সেই মোর যৌবন প্রভাতে,
তব দেহপানপাত্র খানে উচ্ছলিত হয়েছিল
যৌবনমন্থিতসুরা প্রথম তৃষাতে।

আজিকে আমার বুকে, গানে, কবিতায়—
নিখিলের ওই ছবি আসন বিছায়!
সিন্ধুর অতল ঢেউ, সাহারার মায়া,
তরুণীর লালঠোঁটে যত দাবী দাওয়া,
ভীড় করে ছেয়ে আসে গানে কবিতায়,
নিখিলের বাঁশীখানি বেজে উঠে মুখর হিয়ায়।
ক্রমে তারো দীপ্ত সুর স্তব্ধ হ'য়ে আসে মোর কাণে,
জীবনের হাটে যবে ভেঙ্গে পড়ে সায়াহ্নের বেলা—
বিষের বাঁশরী হ'তে ঝরে পড়ে ফেনিল গরল,
স্তব্ধ হয়ে আসে মত্ত যৌবনের খেলা।

তখনো তোমায় পাই বিদায়-উৎসবে,
নূপুর-সিঞ্জনে আর কলকণ্ঠরবে,
আকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুবেদনায়—
নীলকণ্ঠ ভরি' উঠে যৌবনের শেষ সুধাবিষে,
শেষবার ভরি' উঠে কানায় কানায়!

অগস্ত্য-গণ্ডুষ করি' হে সুন্দরি ভৈরবী মানসী
শতমুখে শুষে নেবো ওই হলাহল
আমার যৌবন স্বপ্ন তারপরে নির্দ্দয় আঘাতে,
মরণবিজয়ী বেশে হয়ে যাবে তল !

ঐ যে মরণকাড়া দীপ্তশিখ যৌবন তোমার—
আমার বিদ্রোহী মন,
ওরি তলে অনুক্ষণ,
জলে' পুড়ে' তিলে তিলে হোক্ ছারখার !

মানসী

প্রেয়সী কল্পনা মোর দিবানিশি ভাবে
হয়ে ভোর, গাঁথিতেছে কতশত কবিতার
ডোর, বাতায়ন পাশে বসি নির্জ্জন
সন্ধ্যায় ; দূরে ঐ দীপমালা ঘন কাশবন
—গঙ্গার সুদূরপ্রান্তে শেষ কালোরেখা,
বিস্মৃত স্বপনপ্রায় যেন যায় দেখা ।
শুধু আজি মনে হয় মোর, বিয়াকুল
একখানি অন্তরের মাঝে আমারি
বন্দনাগীতি উঠাইয়া বক্ষের দোলায়,
যে গাহিত গান কম্প্রকণ্ঠে প্রদোষ সন্ধ্যায়
সঘন বাদলরাতে জীর্ণ গৃহমাঝে ; তারি
পাছে ফিরে মোর উদ্দাম কল্পনা, নব নব
আনন্দের বেশে ; তরঙ্গিয়া উচ্ছ্বসিয়া
তারি লাগি' ফুটে অব্যক্ত বেদনাধারা
এ গাঢ় সন্ধ্যায় ! যদি তার গৃহখানি
হ'ত আরো কাছে — এই পল্লীখানে,
সেই কি থাকিত শুধু নিভৃত শয়নে ?

সেই কি রহিত শুধু ব্যাকুল নয়নে ?
ফেলিয়া হাতের কাজ, নুপুর সিঞ্জনে
ভরি' দেহ প্রাণ মন সে কি গান
গাইত না ফাগুন-নিশায় ? আজো
কি সে গৃহ-অন্তরালে অভিষিক্ত করে
প্রাণ অশ্রুঝরা গানে ? যদি কভু
অভিসারে হে প্রিয়া আমার, রাতশেষে
শ্রান্ত ক্লান্তদেহ তোমারি কুটীর দ্বারে
হানি করাঘাত,—অবসন্ন দীপালোকে
চেয়ে কি দেখিবে মোরে একটী ছবির
মতো, শুধু স্বপ্ন — শুধু কুহেলিকা !
শুধু এক জিজ্ঞাসার চিহ্ন ? না বুঝিয়া
তবু যদি পাণ্ডুর অধরে মোর এনে গাঢ়
পিয়াসার ভাষা, তুমি যদি ডাক কভু
"ওগো প্রিয়, ওগো প্রিয়তম"—কৃতার্থ
নয়ন দু'টী চিনে নিবে সেইক্ষণে জন্মান্তের
মানসীকে মম ! যার লাগি' যুগ যুগ
ধরি' আকাশ-বাসর-তলে এতদিন ছিনু
আমি মৌন প্রতীক্ষায়, শুধু জ্বালি
অন্তরের মণিময় দীপ — সে কি এ
আঁধার ঘরে জ্বালাইতে মঙ্গল প্রদীপ
সলজ্জ বধূর মতো আসিবে না আর ?
আর কি সে মধুর চুম্বনে দিবে নাক'
ধরা ? যে-রক্ত ক্ষরিছে মোর অন্তরের
মাঝে, তাহারি সাগরে তুমি করিবে কি
শেষের তর্পণ ?

তাই থাকো, দূরে থাকো সখি
তুমি, তাই মোর ভালো—কোন দিন
এসোনাক' কাছে। তোমার পায়ের ধ্বনি
উন্মাদ করিবে মোরে, তোমার সজল
আঁখি বরষা আনিবে ডাকি' আমার
নয়নে! মনে পড়ে সখি, যেদিন
প্রথম তব কুমারী যৌবন সসঙ্কোচে
ধরেছিলে অধরে আমার, জীবনের
পানপাত্রখানি ভরে' যবে এনেছিলে আকণ্ঠ
পূরাতে, সে মধু মাধবী রাত ম্লান হয়ে মিশে
গেছে ঝরে-পড়া চামেলীর মত ; শুধু সে স্মৃতির
জ্বালা কালো করি নয়নের আলো
লইয়া চলেছে মোরে জীবনের পরপারে
মৃত্যুর ওপারে। বুকের সে তুষানলে
খাক্ হবে তিলে তিলে জীবনের ছায়া!

তবুও আকাশতলে গভীর
রজনী হ'লে ম্লান দীপালোকে ব্যাকুল
আশায় তব, অভিসার-সাজে, জাগিয়া
থাকিব আমি। বুকে চাপি' রাগরক্ত
দুঃখ শতদল, হাসিব জীবন ভরে'
মৃত্যুবেদনায়! আমার হৃদয় নিয়ে
যে-খেলা খেলিছ তুমি, এর কভু
হবে না কি শেষ? জীবন-মরণ
নিয়ে এই হোলিখেলা, চলিবে কি
যুগ যুগ ধরি? এর পরে
আকাশে-বাতাসে, শূন্যে, জলে স্থলে

যদি কভু দেখা হয় তোমায় আমায়,
দূর কোন গ্রহে-উপগ্রহে, বিজন ছায়ায়; গগনবাসরে
তবে জ্বালাইয়া সাঁঝের প্রদীপ, রচিব মোদের বিশ্ব
অরূপ রতন। হে নিঠুর মানসী
আমার, অন্তহীন সাগরের বুকছেঁচা
সাধের নয়নমণি! উড়াইয়া শুক্ল রাতে
শিথিল কবরী নগ্নবক্ষ, হ'তে ফেলি
মন্দার-মালিকা আমার
নিশ্চিন্ত বক্ষে হে প্রেয়সী শেষবার লভিও
বিশ্রাম—আমার নূতন স্বর্গে তোমারি
নিজের হাতে গোড়ো রাজধানী!
এসগো মানসী মম, কল্পনার
মোহিনী সুন্দরী, এসো তুমি স্বপ্নাবেশে
হিয়ার মাঝারে। গুঞ্জরি' মোহন মন্ত্র
মোর কানে কানে, ধীরে ধীরে এসে
তুমি দাঁড়াও শিয়রে। যদি তব অবিন্যস্ত
বেশ দিশাহারা হয়ে মরে বুকের বেলায়—
আমারি নিঃশ্বাসে বধূ, আমারি
নিঃশ্বাসে; যদি আজি উর্ব্বশীর বেশে
অনিন্দ্যসুন্দর মূর্ত্তি দাঁড়াও সম্মুখে মম ;
গুচ্ছ গুচ্ছ কেশভার দুলাইয়া দাও
চোখে মুখে বুকে মম, একটু আবেশ-
ভরে! প্রাণ মোর দুলিবে না নিমিষের
তরে? তাই কি ভাবিছ তুমি?
পরশ-আবেশে তব
আচ্ছন্ন রহিব পড়ি দিবনাক' সাড়া
—স্তব্ধ যামী মূর্চ্ছাহত রহিবে দুয়ারে পড়ে!

মানসী

ওগো মানস সুন্দরী, উজ্জ্বল বিদ্যুৎসম
এসো তুমি আজি মোর আঁধার গগনে,
ভরে' দাও চোখ মুখ বুক মম
চুম্বনের ঝড়ে, তোলো নব জীবনের
তান ! নির্দ্দয় আঘাত দিয়ে সজাগ
করিয়া তোলো জীর্ণশীর্ণ মুহ্যমান
প্রাণ। স্বপ্নে শুধু এসো বাহুপাশে,
পাবনা—ছুটিব তবু তোমারি পিয়াসে !

কলিকাতা, ১৯২৪

নূতন বর্ষণ

অনেক দিবস পরে নেমেছে বাদল,
তরুপত্র মর্ম্মরিয়া দেয় করতালি,
আভূমিপ্রণত যত কাঁঠালের ডাল,
মোর জানালায় ছুটে আসে খালি।
আজি কি আনন্দে তার নাহি আর ওর,
শিহরিয়া উঠিছে সঘনে—
পাতার ইশারা দিয়ে আমায় জানায় কিগো,
নানা কথা ওরা জনে জনে!
সঞ্চিত জলের বিন্দু ডাল হ'তে পড়ে ঝপ্‌ঝপ্‌
এঁকেবেঁকে ছুটে চলে সোঁত—
আঙিনার মাঝখানে দাঁড়ায়েছে হাটুখানি জল,
সেইটুকু ছুঁয়ে গেছে ম্লান ফিকে রোদ,
দাদুরী ডাকিছে কোন দূর সরোবরে,
মেঘ-আলিম্পনে আজি ভরেছে গগন,

নূতন বর্ষণ

আনমিত পদ্মবনে বসিতে না পেরে অলি,
উড়ে' উড়ে' ঘুরিছে সঘন!
অনেক দিবস পরে ঘরে ঘরে লেগে গেছে
আগড়ুম বাগড়ুম খেলা—
তরুণী নভেল নিয়ে শুয়ে আছে কেদারায়
ধীরে ধীরে নিবে আসে বেলা।
কূয়োর দড়িতে বসি' ভিজিতেছে কাক,
চঞ্চুখানি পক্ষপুটে ঢাকা,
বৈরাগী তিলক কেটে বাজাইছে বেহালার গৎ,
—গায়ে আঙ্‌রাখা!
বাদল গগনতলে সচকিত ফুলবন মাঝে,
ছায়াঘন চামেলীর ডালে—
বৃক্ষের সঞ্চিত জল অবিরত পড়ে টুপ্‌টাপ্‌!
পাতাগুলি কাঁপে মৃদু তালে!
আজি একি! একি রে!
ভিতরে বাহিরে আজি আনন্দের মেলা,
অসীম বিস্ময়ে আজি স্তম্ভিত গগন,
চেয়ে আছে সারা সন্ধ্যাবেলা!
মনে হয়, অমনি আনন্দ পেয়ে
লক্ষ লক্ষ ডাল হয়ে দুলি',
দম্‌কা হাওয়ার পালে ভেসে আসি সুগন্ধের মত,
ফুলে ফুলে করি কোলাকুলি!

বন্যাপ্রসাদ, ১৯২৫

আঙুর লতার মাঝে বহে যেই স্রোত,
তব বক্ষে আছে কি গো তা।
আসিবে কি ভীড় করে আমার এ পেয়ালায়,
তোমার অধরশীধু জমেছিল যা!
রূপ, রস, প্রেম, শক্তি নিঙাড়ি' এবার,
ভর সখি, ভর মোর জীবন পেয়ালা।
এক নিঃশ্বাসেই শেষ করে দিই সব,
জীবন মৃত্যুর যত অন্তর্দাহী জ্বালা!
উড়ে গেল! উড়ে গেল! যৌবন মদিরা,
ওরে আয় ত্বরা আয়—
আসন্ন তিমির-ঘেরা জীবনমন্দির মোর,
করিয়াছে আয়োজন রুধিবারে দোর,
—ঐ দেখো বন্ধ হয়ে যায়!

রজনীর ভাষা

কান পেতে বুঝিবারে চাহি আমি রজনীর ভাষা,
সে থাকে বাঁশীর মত নীরব নিঝুম।
বক্ষে আছে পুঞ্জীভূত বেদনার রক্তমাখা গান,
কিন্তু তবু কত সুপ্ত! কত তার ঘুম!
ডাকি আমি দাঁড়াইয়া তাকে—না দেয় উত্তর;
কাঁপে না প্রাণের তারে রজনীর স্বর!
মৌন বুঝি! না গো, সে যে ধীরে কথা কয়—
ঐ শোন কান পাতি'! কহিতেছে! নয়?
বক্ষ রাখো লক্ষদিকে প্রসারিত মাটীর বাঁধনে,
গাঢ়—গাঢ় আলিঙ্গনে,
শোন, শোন পাতি কান—
শুনিতেছ না কি ঐ ধরণীর গান?

সুপ্ত তুমি! বধির! অলস!
দেখিতেছ শুধু তুমি ধরণীর থেমে-যাওয়া শুষ্ক তামরস!
শুনিতেছ শুধু তুমি ঝিঁঝিঁয়ার গান?
এ যে শ্রান্ত ধরণীর অলস-বিলাসে করতালি-
দিয়ে-তোলা তান!
শুনিতেছ?—শুনিতেছ শুধু এক গান?
বধির হয়েছ তুমি? শুনিতেছ না কি ঐ
ধরণীর বুকের স্পন্দন—
শুনিতেছ না কি তার গভীর ক্রন্দন!
হেথা রাখো পেতে কান—
আকাশ চাঁদোয়া-তলে শোন ঐ ধরণীর যৌবনের গান
বুঝি তোমাকেই ডাকে—
ধরণীর গূঢ়মন্ত্র ঘুরেফিরে কানেকানে তোমাকেই ডাকে!

শিল্পী

পাথর কুঁদিয়া শিল্পী গড়িছে তরুণী মূর্ত্তি,
ভরা যেন গাঢ় বেদনায়!
আপন প্রাণের রঙটী দিয়ে নিশিদিন ধরি'
গহন বনের ছায়!
ফুলের কুঁড়িটি ঝিমিয়ে পড়ে শিল্পীর পদমূলে,
সাঁ সাঁ করে সংজ্ঞাহারা রাতি—
তখনো শিল্পী মনের আনন্দে
গড়িছে জ্বালিয়ে বাতি।

প্রায় শেষ হয়ে এলো মূর্ত্তি তার,
দীর্ঘশ্বাসে ভরা যেন পাষাণ মূরতি
কত যৌবনের আকুল বাসনা জ্বলিছে নয়নপুটে,
কিবা খর লীলায়িত দ্যুতি!
কবির কল্পনা যত করিয়া উজাড়,
শিল্পীর মানস সৃষ্টি হয়ে এলো শেষ,
আপনার রূপ দেখে মূর্ত্ত কল্পনায়,
বসন্ত সুষমা দিয়ে ঢেকে দিল বেশ!

শিল্পী

আকাশে উঠিল চাঁদ দীপ্ত গরিমায়,
হেসে উঠে সারা বনভূমি,
মুখরিত মধুবনে কোকিল শিহরি' উঠে,
ঝরাফুল পদতলে পড়ে চুমি' চুমি'।
স্বপনের মায়া তুলে শ্যাম বনছায়—
শিল্পীর তৃষিত আঁখি ভরে' উঠে প্রেম-বেদনায়।

চাহে শিল্পী মর্ম্মরের পানে—
মনে হয়, চোখ তার কাঁপিতেছে বুঝি,
বুক তার দুলিতেছে যৌবনের গানে।
সারা জীবনের একনিষ্ঠ প্রেম-সাধনায়,
তাহার মানসী বুঝি দেবে আজ ধরা,
তাইতে ব্যাকুল হিয়া উঠেছিল উলসিয়া,
হৃদয়-যমুনা তার ছেয়েছিল ধরা।

তাহার চোখের 'পরে পড়ে নাই কোনদিন,
পড়ে নাই কোনদিন তরুণীর ছায়া,
আজি এ মাধবী রাতে বিগতযৌবনে তার
ঘনাইল অকস্মাৎ বাসনায় মায়া!
মাতাল দখিনা বায়, বিভল করিল তায়,
অনিন্দ্যসুন্দরী নারী করিল পাগল,
—দূরের পাষাণী নারী হাসে খল্‌খল্।

তুলি, নিল শিল্পী তায় আকুল সোহাগে,
চুম্বনে চুম্বনে তার ছেয়ে দিল বুক,
মুখরিয়া ছুটে এলো হৃদি কিনারায়,
জীবনের উপেক্ষিত লাখে লাখো সুখ।

সহসা সজাগ হ'লো অসাড় চেতনা,
নীল হ'য়ে এলো মুখ মৃত্যুবেদনায়,
দুই হাতে শিরে হানি' পাষাণ মূরতি,
মূর্চ্ছিত পড়িল শিল্পী বনবীথিকায়।
ফাগুনের বনভূমি করে হায় হায়।

এখনো মাধবীবনে আসিলে ফাগুন-রাত,
শ্বসিয়া শ্বসিয়া ফিরে দখিনা পবন,
চামেলী, যূথিকা, বেলা করে' তুলে আনমনে,
শিল্পী-কবির ব্যথা নিত্য-চিরন্তন।

তারেই বাসি ভালো

(১)

সকল দিকের হাওয়ার চেয়ে তারেই বাসি ভালো,
দখিন হ'তে হাত যে বাড়ায় ঘরে,
চুরি করে' নিয়ে এসে প্রিয়ার চুলের বাস,
ভেসে আসে শিশুচাঁদের করে।
আধেক আলো আধেক আঁধার ভরে আঙিনায়,
মিষ্টি চিন্তা আসে যখন ছেয়ে—
অলখ পায়ে এসে তখন দখিন দিকের বায়,
তোমার চোখে যায় যে চুমু খেয়ে।
বুকে তোমার ঘুমের নেশায় শিথিলবসন লুটে,
এলোচুলে ঘিরে দাঁড়ায় গোলাপরাঙা মুখ,
ফুলের পরাগ গায়ে তখন দখিন হ'তে বায়
চুরি করে চায় যে নিতে তোমার হাসিটুক।
দখিন দিকের হাওয়ায় আমি তাইতে বাসি ভালো,
প্রিয়ার মুখের শীধু এনে পরাণ করে আলো।

(২)

আমি বড়ই ভালবাসি ফাগুন মাসের রাত,
ফেটে যখন পড়ে আকাশ ভরা চাঁদের করে,
চমচমিয়ে বাইরে আসে অযুত তারার দল,
নিখিল হ'তে আলোর গঙ্গা আসে আমার ঘরে।
কিসের তখন আভাষ লাগে মনের বীথিকায়,
কাহার যেন পায়ের নূপুর বুকের 'পরে বাজে,
বিশ্ব আলো শতদলের একটী ঝরা দল,
অলক্ষিতে নেমে' আসে শ্রান্ত বুকের মাঝে!
কোথায় বসে' তখন তুমি বুনো মায়ার জাল,
জেগে' জেগে' কোথায় তুমি কিসের স্বপন দেখো,
কোন্ ফাগুনের আলোয় বসে নিঝুম বাতায়নে,
চোখের জল মুছে ফেলে আবার চিঠি লেখো!
তোমার মুখে ফাগুন রাতে চাঁদের আলো ঝরে,
আমার মুখেও চুমু দিয়ে যায় যে তারি ছায়া,
তোমার কাজল চোখের অথই ঘুমে যাহার জলে হাসি
আমার চোখেও ঝরে তাহার মায়া!
ফাগুন মাসের মধুরাত বড়ই বাসি ভালো,
দূরের মণি বুকে এসে আঁধার করে আলো!

(৩)

আমি বড়ই ভালবাসি শ্রাবণ বারিধার,
মেঘের মায়ায় বিষাদ ঘনায় মনের চারিধার।
মাথা রাখি' আঁধার ঘরের সিক্ত উপাধানে;
তপ্তবক্ষ দুলি' উঠে লক্ষ ব্যথার ভারে—
অতীত রাতের সুখের ব্যথা চমকে আসে মনে,
ব্যথার সুখে চিত্ত আমার ভরে বারে বারে।

তারেই বাসি ভালো

তখন মনের মণিকোঠায় তোমায়-আমায় থাকি,
প্রাণের মাঝে জলে' উঠে হাজার চাঁদের আলো।
ঘুমোয় ঘুমোয় চোখের বারি উষর হ'য়ে আসে,
ক্ষণেক তরে যায়গো সরে আঁধার মনের কালো।
শ্রাবণ মাসের নিবিড় আঁধার তাইতে বাসি ভালো,
দূরের প্রিয়া সকল ছেয়ে হৃদয় করে আলো!

কলিকাতা
২৪-১০-৩১

এই বসন্তের দ্রাক্ষা বন, দখিনা বাতাস,
পরিপূর্ণ জোছ্‌নার মদির আভাস,
আজি যেন মোর কানে কানে,
মধু আর শীধু যেন আনে !
এই পুষ্পিত বনে প্রেয়সীর বাহুলতা,
অধরের কোণে মিলনের কত ব্যাকুলতা,
অর্দ্ধস্ফুট ভাষা—
আনে কত সুখ, কত শান্তি, নব নব আশা !

টানে মোর প্রাণ টানে—এই মাটী পানে,
এই ধরণীর বুকে কিসের সন্ধানে ?
লুটিবারে চাহে বুঝি এরি তামরস,
ফেনিল করিয়া তুলে অন্তরের পেয়ালা সরস !

দিগন্তে লালসাবহ্নি জ্বালিছে ফাগুন,
আগুনের অরুণিমা শিরায় শিরায় !
মদির গন্ধেতে ক্লান্ত ভারাক্রান্ত বায়ু
বিশ্ববাসনা নিয়ে ঘিরেছে আমায় !

এর পরে স্বর্গ আছে ?   কে জানে নিশ্চয় !
না দেখিয়া কেহ কভু করিবে প্রত্যয় ?
হোক্ না সে দিব্যধাম—অনন্ত সুন্দর !
পিচ্‌কারী-হাতে-করা অপ্সরীর মেলা—
অঙ্গে অঙ্গে বহে' যাক্ সৌন্দর্য্যের ঝড়,
আকুল বাসনা আর জীবনের খেলা !

তবুও ভরসা করি মত্ত এই পৃথিবীর সুখ,
ছাড়িবারে নাহি পারি !   ছেয়েছে এ মোর তপ্তবুক !
মর্ত্ত্য-উর্ব্বশীর ওই যৌবনের ফাঁস,
আমার এ নীলকণ্ঠে হোক্ নাগপাশ !

শৈশবে

মনে পড়ে, শাওন সাঁঝে আঁধার আমের বনে,
মেঘের মায়া নিবিড় হ'তো বাদল বরিষনে।
ঝাকৃড়া চুলের চামর নিয়ে লক্ষ গাছের শির—
মোদের মনে লাগিয়ে দিত কত ভয়ের ভীড়!

শিউরে উঠ্‌তো পায়ের কাছে ফিরাই নদীর জল।
শিউরে উঠ্‌তো কালোর রূপে ছোট বুকের বল!
গগন ব্যেপে' সোনার রেখা জ্বলতো বারেবার,
তারি আলোয় আমরা তখন যেতাম বনের ধার।

আম কুড়িয়ে কোচ্‌ড়া বোঝাই! মাথায় উড়ে ঝড়!
শাওন-গগন ভেঙ্গে পড়ে মাঝ দরিয়ার 'পর।
সিক্ত গায়ে কেঁপে কেঁপে ভরা সাঁঝের শেষে,
চুপি চুপি এসে জুট্‌তাম মায়ের কোল ঘেঁসে।

স্নেহময়ী জননী মোর, কোমল হাতে তার।
বুলিয়ে দিত সারা গায়ে হাতটী বারেবার!
সারা বুকের স্নেহ যে তার অশ্রু হয়ে এসে,
সাজিয়ে দিত আমায় যেন দিগ্বিজয়ীর বেশে!

সুযোগ পেয়ে ভুল্‌তাম তখন চাঁপাদলের কথা,
বল্‌তাম আবার, বল মাগো, ছোটরাণীর ব্যথা।
কেমন করে পরীর দেশের স্বপনপুরের মেয়ে,
সোনারকাঠির পরশ পেয়ে উঠ্‌লো তরুণ চেয়ে!

কেমন করে ঘুমের নেশায় বিঘোর রাজার ছেলে,
হঠাৎ কাহার কাঁকন বাজায় উঠ্‌লো নয়ন মেলে!
রাত্রি ক্রমে গভীর হ'তো, ব্যাঙের ডাক সুরু,
বুকের তলে কেঁপে উঠ্‌তো মেঘের দুরু দুরু।

চোখের পাতা আসতো মুদে, নাম্‌তো আরো জল,
গগন-বাসর ছেয়ে ফেলতো মেঘের যাত্রী দল!
কোথায় যেতো চাঁপাদল আর দুয়োরাণীর ব্যথা,
সাত সমুদ্দুর পারের দেশের স্বপনপুরের কথা!

আধেক গল্প শোনা হ'তো, আধেক যেতো বাদ,
ঘুমের নেশায় কেটে যেতো অধীর বাদল রাত!
এখনো সে দিনের কথা, মায়ের ভালবাসা,
ঘরের কোণে অকাজ নিয়ে মিছেমিছি হাসা।

মনে পড়ে, অনেকদিনের অনেক রকম খেলা,
এলোমেলো এসে জুটে অলস বাদল বেলা!
বাকী জীবন দিয়েও যদি পাই ফিরে সে দিন,
লক্ষ সুরের তাথৈ নাচে কাঁপবে মনের বীণ!

অন্তিম-শয়ন

আমি মরে গেলে গোলাপের বাগে
বিছাইয়ো শান্তিপূর্ণ, অন্তিম শয়ন।
জঙ্গলী মাধবীলতা বেড়ি' পাকে পাকে
শ্যামল চাঁদোয়া যেন করিবে বয়ন!
নীচে তার পুঞ্জে পুঞ্জে রঙীন গোলাপ,
সাজাইবে সমারোহে সমাধি আমার,
উজল ফাগুনরাতে পথভোলা দখিনা পবন,
গন্ধেভরা চিঠি এনে দিবে উপহার!
আমি শুধু পড়ে র'ব ধুলায় ধূসর!
কহিব না কোন কথা, জানাবো না কোন ব্যথা,
—মোর কণ্ঠ হ'তে আর উঠিবে না স্বর!

তারপরে তীব্র ঝড়ে সন্ধ্যার আলোয়,
একদিন সহসা উঠিয়া—
ধূলিকণা হ'য়ে আমি জন্মান্তের প্রেয়সীরে
জলে স্থলে ফিরিব খুঁজিয়া !
গিঠে মাঠে, তেপান্তরে, দূর কোন দিক্ অন্তরালে,
অন্তহীন আমার প্রয়াস,
কাহারে খুঁজিতে চাবে ব্যাকুল হৃদয়ে,
ব্যর্থ খোঁজা, ব্যর্থ শ্রম, ব্যর্থ মনো-আশ।
নিরেট-মূর্খের-কথা গল্পের মতন,
অকস্মাৎ তারপরে হয়ে যাবে শেষ,
আমার সকল চেষ্টা, প্রেম হাসি কতো
শ্রান্তক্লান্ত জীবনের সুর, গান, রেশ !

শরতে

শির্ শির্ কাঁপে পাতা,
গাছগুলি নাড়ে মাথা,
দেয় কারে হাতছানি,
নাহি জানি—নাহি জানি,
তেপান্তরে, দূরে দূরে,
রাখালেরা মরে ঘুরে
—বাধাবন্ধ হারা !

গ্রামপথ আঁকাবাঁকা,
আধেক লতায় ঢাকা,
পথিকেরা সেই পথে,
গায় গান কোন গতে,
যায় ছুটে দূর দেশে
-- বাড়ী-ঘর ছাড়া !

সীমাহীন আকাশেতে,
পাখীগুলি উঠে মেতে,
নদী-জল—কল্‌কল্‌
ছুটে চলে অবিরল,
মাঝিগণ তরী বায়
—মোটাসোটা কায়া !

ধীর বায় বহে তীরে
ঘিরে ঘিরে তটিনীরে,
ঢেউগুলি ভীড়ে ভীড়ে,
চুমে যায় পদতল
কল্‌কল্‌ ছল্‌ছল্‌
—সর্‌সর্‌ ছায়া !

বুঝি ঐ ক্ষেতখানে
উজল সোনালি ধানে,
যাদুজাল বুনিতেছে
— কার মিঠে মায়া !

পরপারে

দীপ নির্ব্বাপিত, গৃহ অন্ধকার,
সঘনে গরজে দেয়া,
ঐ কূলে যেতে বসে আছি তীরে,
এখনো আসেনি খেয়া !
মোর ছোট ছোট খেলাঘরে,
ছোট ছোট ছেলে,
চরণ ঘেরিয়া বলে "ওগো কভু
যেয়োনা মোদের ফেলে—"
এপারের আলো ছেড়ে
ওপারের অন্ধকার,
নিঃশব্দ ইঙ্গিতে ডাক দিবে যবে
সময় নাইক' আর !

মোর খেলাঘরগুলি
ধূলায় ফেলিয়া
মোর হৃদয়েরি ধন
চরণে দলিয়া—
ঐ মশীতীরে,
চলে যাবো ধীরে,
ভাসাইয়া ভেলাখানি—
জগতের খেলাঘর পড়ে রবে পিছে !
মত্তসিন্ধু দিবে হাতছানি ।

সাপের মতন বিপুল আক্রোশে,
ফাটিয়া পড়িবে যেন দীপ্তরোষে,
মোর তরী ঘেরি' ভীষণ ঢেউ ।
জীবন-মরণ নিয়ে করি শেষখেলা,
নিঠুর আঘাতে ভাঙি' সংসারের মেলা,
আঁধারের পরপারে ডাকিবে কি কেউ ?

আজি এই অন্ধকারে দিতে দিতে পাড়ি,
যদি কভু ভাবি হাল ধরেছে কাণ্ডারী.
নিজেরি অঙ্গুলী হেলন করিয়া,
মত্ত সিন্ধুপথ চলেছে মথিয়া
অন্তর বিথারি' তবে আলোকের স্রোত,
জ্যোতির্ম্ময় হাসি সম উঠিবে ফুটিয়া !

ডাকে ঐ মাঝি ডাকে—
ঐ তীর হ'তে আজি কেগো ডাকে ।
তরঙ্গের শিরে পাঠায়ে আহ্বান-লিপি,
বাজাইয়া অভিসার-বাঁশী

যদি কভু মুখ চেয়ে বঁধু তুমি হাস মৃদু হাসি !
আমার অন্তরখানি তোমারি বাঁশরী করে,
দেহখানি মোর তব প্রেমে ভরে,
ঐ জ্যোতির্ম্ময়পুরে ডাকিয়ে লইও প্রভু
অন্ত হতে আরো অন্তঃস্থলে !
নয়নের মণি তুমি—পাই নাই তোমা তাই
কলঙ্কিত নয়নের জলে ।
হে মোর পরাণপ্রিয় !
নিজের আলোকে পথ খোঁজ নাই, তাই কি খুঁজিছ মোরে,
আমারি অমিয় ?
এই বেদনায় রক্তরাঙা হৃদয়ের মাঝে,
গুমরিয়া হাহাকার অহোরহঃ বাজে !
তব চরণের তলে সে দুঃখেরি উপহার,
অশ্রুর তর্পণে তোমা দিব আমি দিব শেষবার ।

প্রেমের কাঙাল প্রভু ! নিও তুমি এই মোর শেষের সম্বল,
সফল করিও ব্যথা জীবনের শেষে,
পরম সোহাগে প্রভু কেড়ে নিয়ে জীবনের বাঁশী,
তুলো প্রলয়ের গান নটরাজ বেশে !

ছয়ঋতু এসেছিল হাতে নিয়ে সোনার পেয়ালা,
মোর প্রাণে উদ্বেলিত খরতীব্র যৌবনের জ্বালা !
আজি ওই পাত্র হ'তে যাহা পারি ভরে' তুলে নেই,
কাল নেবো পেয়ালায় ? হ্যাঁ, কাল তো আছেই !
কানায়-কানায় আমি ভরে' নেবো অপরূপ সুধা,
দু'হাতে মিটবো আমি অফুরন্ত অন্তরের ক্ষুধা !
কালের ভরসা মিছে—উড়িয়া চলিছে আয়ু,
কখন মিলাবে শ্বাস, বুক হ'তে স্তব্ধ হ'বে বায়ু।
উগ্র মদিরার স্রোতে কাটাইব চঞ্চল-যৌবন,
তারপর উড়ায় উড়াক্ মৃত্যু বিজয়-কেতন !
বর্ণালী ধরণী ছাড়ি' যবে আমি লইব বিদায়—
উৎসব ভাঙ্গিয়া যাক্—পেয়ালাটি লুটাক্ ধরায় !

বাদল রজনী

বাদল-রাতি ঘনিয়ে এলে তেপান্তরের শেষে,
গাঁয়ের পথে সোঁত চলেছে সবহারানো দেশে।
উপরে মেঘ গর্জ্জে উঠে, ডাইনে ফিরাইর জল,
চারদিকেতে শ্বসিয়ে যায় আষাঢ়ে বাদল।
কোথাও দূরে সাঁ-সাঁ করে সংজ্ঞাহারা রাতি,
তেপান্তরের ওপার জ্বলে পর্ণকুঁড়ের বাতি।
পল্লীগ্রামে চুপটী সবাই, ঘুমোয় ঘরের পাখী,
বজ্র কখন হাততালিতে সৃষ্টিকে যায় ডাকি।
বাইরে এমন দাপাদাপি, পাগল নাচেরে,
বাঁশের বনে ঝুম্‌রো চুলে পিশাচ হাঁকেরে!
তালের পাতায় ঝিঁ ঝিঁ ডাকে, বাতাস দেয় শীস্‌,
আঁধার আর বানের জলে পূর্ণ সকল দিশ্‌।

মাঠের পরে এঁকেবেঁকে ছুটছে ঘোলা জল,
শিউরে উঠে তালের মাথায় আষাঢ় মেঘের দল।
মন্দিরেতে শেষ হয়েছে পূজার আরতি,
গাছের বুকে মেঘ নেমেছে. পিছল পথ অতি।
বনের শিরে ঝিমিয়ে পড়ে সারা আকাশ খান,
খণ্ড চাঁদের স্বর্ণশিখায় হয়নি প্রদীপ ম্লান।
গুরু গুরু ডাকছে দেয়া, নিঝুম ধরার শ্বাস,
বুকের মাঝে ঘনায় আঁধার, মাথায় মেঘের রাশ!
ওগো, একটু আজি ঘরের কোণে প্রদীপখানি জ্বালো-
দুরু দুরু বক্ষ নিয়ে চোখের জল ঢালো!
দমকা বায়ু পশে ঘরে—বাইরে বাতাস হাঁকে,
চাঁদের আলো ক্ষণিক জলে চপল মেঘের ফাঁকে।
ওগো দুয়ারখানি খোলো--
মাথায় তোমার ঘোমটা টেনে প্রেমের প্রদীপ জ্বালো।
নাইবা থাকলো বাসর-শয্যা, নাইবা দিলে মালা,
অশ্রু-হাসির হার গাঁথনা, বিনি-সূতার ডালা!
সই লওনা ডেকে তায়—
এমন বাদল রাতি বিফল হ'বে কিসের ভরসায়!

ব্যর্থ পূজা

মম স্বর্ণমন্দিরে বাজিছে আরতি
অতিথি আসিল কই।
পূজার লগন যায় বয়ে যায়,
বনফুল মালা ধুলায় লুটায়,
মানস মন্দিরে পূজারী আমার
এলো না এলো না সই।
গহন তিমির আসিতেছে ঘিরে,
ঘরমুখো পাখী যায় চলে নীড়ে,
পথের পান্থ আসিতেছে ফিরে,
—সেই তো এলোনা সই।
মম মন্দিরদ্বার রাখিয়াছি খুলে,
ওগো পান্থ, এসো পথ ভুলে,
স্বপনের মত অলখ চরণে
আসিলে তুমি কি ওই!
মম আভরণহীন তৃষিত যৌবন,
তব অঙ্গ পরশে করিবে চেতন,
অন্তর-প্রদীপ আহুতি-বিহীন
পড়িয়া রয়েছে ওই।
তুমি পরশ সোহাগে সোনার এ পুরী
সজাগ করিলে কই।

সোনার বাংলা

আমার যদি হ'ত জনম কালো হো-দের দেশে,
সোনার বাংলায় নাইক' মিল্‌ত ঠাঁই।
তবু আমি শ্যাওলাপাতা মাঠের আকর্ষণে,
আসতুম চলে ভাই!

এই যে হেথা নদীঘেরা বাংলা পল্লীবাট,
সোনার ধানে ডোবা-ডোবা চাষীর রাজ্যপাট,
আন্‌তো ছিনে আমায় হেথায় শ্যামল আঁচল তলে,
—মাঠের বুকে চর্‌ত যেথা গাই।
হো-দের দেশে থাক্‌লেও তবু বাসতুম এরে ভালো,
বনবাদাড়ের মধ্য দিয়েও আস্‌তুম এই ঠাঁই।

এই যে হেথায় সারিবাঁধা অধীর তালের বনে,
পদ্মচক্ষু দীঘির পাশে পাশে,
সারাদিনের শ্রান্ত গাভী আবার শুয়ে পড়ে,
রাখাল ছেলের মেঠো গানের আশে!
এইগুলো ভাই আমার প্রাণে রিমিঝিমি করে,
সবার চাইতে বাসি এরে ভালো—
মরণকালে পেলেই হোলো এই দেশেরি মাটি,

হোক্‌না কেন জীবন আমার যতই সাদাকালো
বাংলা দেশের মাটী নিয়ে যেখানেতেই মরি,
সেই যে স্বরগ ভাই—
ফিরে যেন আসি আবার এমন মায়ের কোলে,
এই দেশেতেই মিলে যেন ঠাঁই !

তুমি ও আমি

এ নব যৌবনে সখি তোমাকেই চাহি,
তোমাকেই মনে মনে করেছি বরণ।
মূক মুখে ফুটে নাই কহিবার ভাষা,
ফল্গুসম গুপ্ত ছিল লুব্ধ ভালবাসা,
ছায়াচ্ছন্ন ছিল পড়ে অলস যৌবন,
আজি এ ফাগুনরাতে মুখরিত হ'য়ে গেছে মোর মধুবন!

মোর ঘুমভাঙা যৌবনের চিত্ত-শতদল,
প্রেমের সোহাগে যেন করে—ঝল্‌মল্‌,
বিশ্বের বাসনা যতো আসি করে ভীড়,
তোমারো কি যৌ'বনে মধুপের গুঞ্জরনে,
আমারি মতন হিয়া হয়েছে অধীর?
তোমার ললিত তনু মদের পেয়ালা সম,
তরঙ্গ তুলেছে মম সন্ন্যাসী অধরে।
পুষ্পিত প্রলাপ নিয়ে ফাগুন এসেছে ছেয়ে,
আগুন উটেছে জ্বলে বরতনু 'পরে।
যৌবনের ফুলশয্যা রক্তিম অধরে তব,
লালরঙ যেথা হ'তে ফেটে ফেটে পড়ে!
চুম্বনে চুম্বনে বুঝি সৌন্দর্য্য রসের বিশ্ব,
নিঃস্ব হ'য়ে সেথা হ'তে পড়ে ঝরে ঝরে।

তুমি ও আমি

বনবীথিকায় জ্বলে তন্দ্রাহীন ফাগুন-রজনী,
শ্বসিয়া শ্বসিয়া কাঁদে দক্ষিনের বায়,—
যৌবন-নিকুঞ্জে তাই তোমাকে বরিতে চাই,
কনক-প্রদীপে নহে,—প্রেম-বর্ত্তিকায়।

শুধু, একখানি বিস্মৃতির মায়া-যবনিকা,
তোমায়-আমায় ঘিরি' আসুক নামিয়া,
অনন্ত বুকের ব্যথা ভুলিব ক্ষণেক তরে,
সময়ের তীব্র স্রোতে চলিব ভাসিয়া।

অচেনা দোজক ওই আমারি বেহেস্ত হোক্,
মানিনাক' আর দিব্যধাম—
সহস্রশিখায় জলা তোমার যৌবনকুঞ্জে
খুঁজি পথ—লভিব বিশ্রাম।

যদি হায়! তোমারি তিলের 'পরে হ'ত মোর
যৌবনের অসঙ্কোচ চুম্বন-অঙ্কন,
আমার এ রিক্ত হিয়া উঠিত না গুমরিয়া,
কাঁদিত না ব্যর্থ দুঃখে বিধবা-যৌবন,
আমার সাহারা-বক্ষে ঝরিত না চিরদিন
নিদাঘ-তপন!

কাল-সিন্ধু

(১)

বসিয়া সিন্ধুর তীরে খেলিতেছে বালিকা একেলা !
শিহরি' পবন আসি, তরঙ্গে বাজায় বাঁশী,
মাথায় মেঘের রাশি করিছে খেলা !
সূর্য্যাস্তের রক্তরাগে ডুবে গেল বেলা !

বালুর খেলার ঘর, উড়ে বালু সর্‌সর্‌
সায়াহ্নে রবির কর পশিয়াছে জলে !
ঝিকিমিকি বেলাভূমি রোদ্দুর পড়িছে চুমি',
মরুভূমি প্রায় তীর পড়িয়াছে ঢলে'
বিশুষ্ক বালুর চর উঠে জ্বলে' জ্বলে' !

বালুর তৈয়ারী ঘর, ভেঙ্গে পড়ে সরসর,
হানে কর বালিকা কপালে—
আবার নির্ম্মান করে আবার ভাঙ্গিয়া পড়ে,
ক্ষণেকের তরে থেকে মিলায় অকালে,
ছাইয়া বিষাদ আসে বালিকার ভালে !

গর্জ্জিয়া উঠিল সিন্ধু মেঘেতে ডুবিল ইন্দু
কৃষ্ণবিন্দু প্রায় হ'লো দুরান্তের তীর,
চিত্রিত দুঃস্বপ্নবৎ পায়ে-চলা সব পথ,
অস্ফুট মেঘের গৎ কানে করে ভীড়,
উথলি উঠেছে আজি এ সিন্ধুর নীর।

(২)

পিছনে রাজার বাড়ী　　　　পৃথিবীর বুক ফাড়ি
　মহাশূন্য ছাড়ি উঠে উদার আকাশে—
রহস্যের মতো একা,　　　　গগনে যেতেছে দেখা,
　দূরান্তে বিলীনরেখা অস্ফুট আভাষে।
　গরজি' উঠিয়া সিন্ধু হাসে আর হাসে!

আজিকার ঝঞ্ঝাবাতে　　　　মেঘ দুর্যোগ রাতে
　ভীষণ করকাপাতে কাঁপিছে প্রাসাদ—
বালিকার ঘর প্রায়　　　　কাঁপিতেছে হায় হায়
　মরন ঘনায় বুঝি, একি পরমাদ।
　বুকেতে ছাইয়া আসে তীব্র অবসাদ!

কালের সমুদ্র তীরে,　　　　শিশু বৃদ্ধ আসে ঘিরে.
　সিন্ধুনীরে একে একে প্রবাহ গড়ায়—
বালুর খেলার ঘর　　　　প্রাসাদ আনন্দকর,
　সর্‌সর্‌ কোথা উড়ে যায়!
　উন্মত্ত ফেনিল স্রোতে সিন্ধু চলে যায়!

প্রলয় বাদল নামে,　　　　উৎসব আনন্দ থামে,
　বিলাস-বিহ্বল ধামে মরণ-নিশান।
নিখিলের বক্ষমাঝে,　　　　গম্ভীর ডম্বরু বাজে,
　প্রলয় নৃত্যের তালে শঙ্কর-বিষাণ!

বৃদ্ধ-শিশুর ঘরে,　　　　প্রভেদ নাহিক' করে
　অট্টহাস্য ভরে' সিন্ধু চলে!
মরণ-শয়ন পাতি　　　　ঘনায়ে আসে যে রাতি
　শেষ বাতি শিয়রেতে জ্বলে—
　পরাণ পক্ষীরে নিয়ে কালসিন্ধু চলে।

কবিতা ও প্রতিমা

ভাষা মাগি' দাঁড়ায়েছে মানস-প্রতিমা,
অজন্তার নীরব গুহায় !
প্রতি অঙ্গে ফুটে উঠে অসীম সৌন্দর্য্যরাশি
তূলিকার ঘায় ।
কাহারো কবিতা কিন্তু ভাষায় দোদুল,
ভাব লাগি' হয় অন্ধ নাহি তায় ভুল ।

তুলনায় সমালোচনা

বৃষ্টি পড়ে টুপটাপ—আষাঢ় গগন,
গ্রামের পথেতে কেহ নাহিক' এখন।
কর্দ্দমেতে সিক্ত পথ, ঘোর আঁধিয়ার,
ডাকিয়া ফিরিছে দেয়া তেপান্তর-পার!
এমন সময়ে এক কুকুর আসিয়া,
ধীরে ধীরে উঠিল দাওযায়—
বৃষ্টির জলেতে ভিজে চুপ্‌চুপ্‌ হয়ে গেছে,
একখণ্ড মাংসপিণ্ড প্রায়!
কোনরূপে টানি' দেহভার,
উস্কুখুস্কু কালো চুল নিয়ে,
দাওয়ায় পড়িল শুয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে!
দুর্গন্ধ! দুর্গন্ধ!
সারা গায়ে উথলিয়া উঠিয়াছে আজ,
ক্ষণমাত্র না করিয়া দেরী,
তাড়াইযা দিনু তায় আঙিনার মাঝ!

* * *

জীবনসন্ধ্যায় মোর পড়িতেছে মনে,
সেই শঙ্কাতুর দৃষ্টি আজি ক্ষণে ক্ষণে!
তখন বুঝিনি হায়—
একই প্রাণ সব দেহে, ভিন্ন শুধু কায়!

যমুনা-পুলিনে

উছল আজিকে সখি যমুনার কুলভাঙা জল,
যেন শতেক যুগের বিরহ-ব্যথায় সে হয়েছে উতল,
তাই নিদ্‌হারা চোখ তার, যুগ যুগ খুঁজিছে কাহারে—
বুঝি ফাগুনের দোলপূর্ণিমায় আকাশের চাঁদ তাই
ডাকিল তাহারে !
এই পূরণিমা রাতে তাই ভুলিয়া ডাকিতে চাই
যে-বঁধু হারায়ে গেছে যমুনার পারে !

ওর কুলুকুলু নীল জলে, কত না প্রেমের ছলে,
মরমে কাঁদিয়া মরে দখিনা বাতাস—
উপচিয়া উঠে হায় হৃদয়ের কিনারায়
কত যুগ যুগান্তের জমা দীর্ঘশ্বাস !
জাগর নয়নে ওই বসে' বুঝি আছে সেই প্রিয়াপথ চাহি'—
কার মধু-চরণের নূপুর সিঞ্জনে মন্থর দখিনা বায়ু এলো অবগাহি !

যমুনা-পুলিনে

সেকি ওই যমুনা-পুলিনে থাকে অনাদিযুগের কোন
বিরহিনী নারী,—
চলে জোছনার রথে আবীর-ছিটানো পথে পরি' নীল শাড়ী!—
বঙ্কিম ঠমকে চলে গাগরী কাঁখে,
রূপার নুপূর বাজে পথেরি বাঁকে।
বুঝি তাই উথলিয়া কেঁদে উঠে যমুনার জল,
শতেক যুগের পরশভিখারী হ'য়ে কাঁদে ছল্‌ছল্‌!

তাঁর চরণ আঘাতে ধন্য যমুনার তট,
মাগে নীলাম্বরখানি শীর্ণ বংশীবট,
মরালগ্রীবায় দুলে মোতির মালা!
তাঁর শঙ্কিত কুণ্ঠিত নুপূরধ্বনি,
বাহুবলয়ে তাঁর কনক কিঙ্কিনী,
কর্ণাভরণে ঝলসিয়া খেলে যেন বিজরী-জ্বালা!

আজি তাই গৃহ অঙ্গনে অন্তরে অফুরন্ত আবীর উৎসব,
ফাগুনের রঙে তাই ছুঁয়ে যায় ক্ষণে ক্ষণে প্রেমের বৈভব!
এই দোল পূর্ণিমায়,
ওই ভরা যমুনায়,
শতেক যুগের বিরহিনী নারী যেন গাগরী ভরায়!
বুঝি প্রাণের বঁধুয়া লাগি' বিদেহিনী রাধা তাই
ফিরে ফিরে চায়!

রবীন্দ্র-পল্লী
২৩।৪।৫৯

কণ্ঠে তব লীলা-কমলের মালা

(১)

সঙ্গোপনে দিয়েছিনু একদিন কণ্ঠে তব লীলা-কমলের মালা,
কেহ তো ছিল না সাক্ষী, ছিল শুধু আকাশের তারা।
বক্ষে বন্দী যতো ছিল মধুপরিমল, যতো ছিল আকাঙ্ক্ষার জ্বালা
ঢেলে দিয়েছিনু সেই দিন নির্ঝরের মতো বাধাবন্ধহারা!

যে প্রেমপুলকে সখি রচিলাম আনমনে জীবনের বেদ,
তুমি তাহে দিলে প্রাণ বসন্তের উচ্ছ্বসিত রাগে!
মন্দাক্রান্তা ছন্দ ছাড়ি দিলে তাহে মত্তময়ূরীর গতিবেগ,
জীবন সংহিতাখানি রাঙাইলে বারেবার প্রেমের পরাগে!

তবু আজি নিভৃত ভবনে মনে হয় যেন তোমা আঁখিতে হারাই,
মনে হয় রিক্ত মোর মনের মন্দির, তুমি বুঝি নাই।
তাই সখি, জীবনের লক্ষ দ্বার খুলি,
হৃদয়ের অনুপরমাণুগুলি,
কান পাতি' স্তব্ধ রহে শুনিবারে শতবার তব পদধ্বনি!
হায়! রক্তের ফেনিল তালে আর নাহি বাজে তব নূপুরের ধ্বনি!

কণ্ঠে তব লীলা-কমলের মালা

(২)

বাহিরে খুঁজিয়া নাহি পাই, চাহি তাই অন্তরের পানে—
অতীত মন্থন করি খুঁজে আনি সুখ-তামরস
জীবনের লক্ষ্যহীন গানে !
ভাবি তাই, কবে দিয়েছিনু তব কণ্ঠে ঝরে-পড়া বকুল মালিকা,
নব বসন্তের উচ্ছল যৌবনে দিয়েছিনু এঁকে কবে সোহাগের টীকা !
আধো আলো আধো ছায়া বনবীথিকায় গীতময় তরুমর্ম্মরে,
একটী মধুর ক্ষণ রহিল শাশ্বত হ'য়ে জীবন সাগর তীরে চুম্বন স্বাক্ষরে !

কোথা গেছে ঝরে-পড়া গোলাপের দল,
ছিন্নভ্রষ্ট চামেলী সকল,
কালের অতীত হ'তে মন-বিহঙ্গম খুঁজে ফিরে সখি,
শুধু তারি মধু পরিমল !

সখি, তোমার মনের গহনে প্রেমের আকাশে শুকতারা হয়েছিনু,
কবে নয়নে তোমার তারি আলো দিয়ে বিদিশার স্বপন রচিনু,
আজো মনে হয় সেদিনের ভুবনে তোমার অলকার ছায়া পড়ে,
না দেখিয়া তাই স্মৃতির দুয়ারে মন-মেঘদূত বারে বারে কেঁদে মরে !

প্রাসাদশিখরে বসি ভাবি কোথা উজ্জয়িনীপুর—
এ যুগের প্রেয়সীরে কোন লিপিকায
জানাইব হৃদয়ের বার্ত্তা ব্যথাতুর !
জীবনের শূন্য বাঁশীখানি, কখন বাজিবে সখি তোমার অধরে ?
ছিন্নভ্রষ্ট লীলা-কমলের মালা কে পরাইবে পুনরায মিলন-বাসরে ?

(৩)

এসো তুমি ফিরে এসো জীবনের বিপুল বৈভবে,
ছিন্ন তারে আরবার বেঁধে দাও সুর,
মন-কুরঙ্গীর নৃত্যে শুনিনু তোমার চল চরণের ধ্বনি,
রক্তে রক্তে রিমিঝিমি বাজিল নুপূর !

কণ্ঠে তব লীলা-কমলের মালা

তোমার প্রেমের পরাগে রাঙিয়া সুরভিত হ'ল মোর
জীবনের যতো ফুলদল,
বুঝি, কাজল চোখের আঘাতেরই ঘায়ে পুষ্পিত হ'ল
মনোমরুভূমে এ লীলা-কমল !

আজি তাই বসন্তের আমন্ত্রণ সাথে, নব সবুজের আবাহনে
তোমায় বরিতে চাহি হরিণপ্রেক্ষণা, হৃদয়ের অতি সঙ্গোপনে !
এসো তুমি চাঁদঝরা প্রাসাদশিখরে,
আলো ও আঁধার যেথা রচে আলপনা,
আমার সোনালি স্বপ্ন তোমার নয়নে বাঁচি
নব নব মেঘদূত করুক রচনা !

রেলওয়ে হাসপাতাল
খড়্গপুর
৩।৪।৫৯